পরলোকতত্ত্ব ও জন্মান্তরবাদ

শ্রীরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী
এম.এ, পি.আর.এস্, পঞ্চতীর্থ, সপ্তশাস্ত্রী
অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ; গবেষণা-পর্যবেক্ষক, প্রাচীন-ভারতীয় ইতিহাস
ও সংস্কৃত বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সংস্কৃত বুক ডিপো
২৮/১ বিধান সরণী, কলকাতা-৭০০০০৬

সূচিপত্র

□ প্রথম পরিচ্ছেদ	:	পরকালের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ	... ৯
□ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	আত্মার স্বরূপ	... ১৪
□ তৃতীয় পরিচ্ছেদ	:	প্রাণের অবস্থিতি স্থল	... ১৯
□ চতুর্থ পরিচ্ছেদ	:	মানুষ মরিয়া পশুপক্ষীরূপে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে কি না?	... ২৬
□ পঞ্চম পরিচ্ছেদ	:	উদ্ভিজ্জের দেহে আত্মা আছে কি না?	... ৩৪
□ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	:	নাস্তিকতার হেতু	... ৪২
□ সপ্তম পরিচ্ছেদ	:	শ্রাদ্ধতত্ত্বের ভূমিকা	... ৫৫
□ অষ্টম পরিচ্ছেদ	:	শ্রাদ্ধতত্ত্বের আদিকথা	... ৬৬
□ নবম পরিচ্ছেদ	:	শ্রাদ্ধের উৎপত্তি-কথা	... ৭২
□ দশম পরিচ্ছেদ	:	পিতৃগণ	... ৭৫
□ একাদশ পরিচ্ছেদ	:	শ্রাদ্ধ-মাহাত্ম্য	... ৮১
□ দ্বাদশ পরিচ্ছেদ	:	বংশরক্ষার জন্য পিতৃপুরুষের পুনর্জন্মগ্রহণ	... ৮৯
□ ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ	:	পরকৃত শ্রাদ্ধের ফল	... ৯২
□ চতুর্দশ পরিচ্ছেদ	:	রাজা দশরথের শ্রাদ্ধ	... ৯৬
□ পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ	:	রাজা পাণ্ডুর শ্রাদ্ধ	... ১০১
□ ষোড়শ পরিচ্ছেদ	:	মহাভারতে শ্রাদ্ধের উল্লেখ	... ১০৪
□ সপ্তদশ পরিচ্ছেদ	:	দেবযান ও পিতৃযাণ	... ১১৩
□ অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ	:	জন্মান্তরবাদের প্রাচীনতা	... ১৩২
□ ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ	:	পুরাণে জন্মান্তরবাদের উল্লেখ	... ১৩৯
□ বিংশ পরিচ্ছেদ	:	জাতিস্মরত্বলাভের হেতু	... ১৮২
□ একবিংশ পরিচ্ছেদ	:	পঞ্চ প্রেতের উপাখ্যান	... ১৮৮
□ দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ	:	জাতিস্মর ব্যক্তিদের ইতিহাস	... ১৯২
□ ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ	:	পাপের ফল	... ২১১
□ চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ	:	পরলোকের কয়েকটি সংবাদ	... ২২৫

প্রথম পরিচ্ছেদ

পরকালের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ

ভারতীয় আর্য্যশাস্ত্রে বলা হইয়াছে—মৃত ব্যক্তির আত্মার তৃপ্তিসাধন ও সদ্গতি বিধানের জন্য শ্রাদ্ধ করা তাহার পুত্রাদির অবশ্য কর্তব্য। কাহারও মনে সংশয় জন্মিতে পারে যে মৃত্যুর দীর্ঘকাল পরে তাঁহার পিতা, মাতা বা অন্য আত্মীয় হয় তো পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; সুতরাং তখন শ্রাদ্ধ করিলে তাহা দ্বারা সেই ব্যক্তির আত্মার তৃপ্তি বা উন্নতির সম্ভাবনা আছে কি? দূরদর্শী শাস্ত্রকারেরা এই সংশয়েরও নিরসনপূর্বক জানাইয়া দিয়াছেন যে, মৃত ব্যক্তি, যে কোন যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিলেও পুত্রাদিকৃত শ্রাদ্ধ দ্বারা তাঁহার আত্মার তৃপ্তি ও ক্রমোন্নতি ঘটিতে কোন অসুবিধা হইবে না। "দেবো যদি পিতা যাতি তদন্নমমৃতম্ভবেৎ"। —প্রভৃতি উক্তিদ্বারা উল্লিখিত তথ্য শাস্ত্রগ্রন্থসমূহে পরিষ্কার ভাষায়ই লিপিবদ্ধ আছে।

শাস্ত্রে বিশ্বাসী হিন্দু মাত্রেই জানেন—মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম অবশ্যম্ভাবী। গুরুতর পাপকার্য করিলে মৃত্যুর পরই নরকে পতিত হইতে হয় এবং পাপ অনুযায়ী নরক-ভোগের পর মানুষ তাহার কর্মানুযায়ী যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম যে অবশ্যম্ভাবী, তাহা গীতাতেও শ্রীভগবান্ ভক্ত অর্জুনের নিকট বলিয়াছেন (জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ)। কেবলমাত্র তপঃসিদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞ মহাত্মারা পুনর্জন্মের অধীন হন না; সদ্যই তাঁহাদের মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে। এতদ্ব্যতীত প্রাণিমাত্রেই জন্মমৃত্যুর চক্রে পুনঃ পুনঃ আবর্তিত হইয়া থাকে। এই কারণেই, প্রায় সকল মানুষের মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধ করা একান্ত কর্তব্য। গরু, ঘোড়া, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি ইতর জন্তুদের আত্মা কোনরূপ শ্রাদ্ধের অপেক্ষা রাখে না; সুতরাং তাহাদের আত্মার তৃপ্তির জন্য শ্রাদ্ধ করার প্রয়োজন হয় না।

পরলোক এবং জন্মান্তর যে আছে, তাহা নানা প্রমাণের সাহায্যে নিঃসন্দেহে অবগত হওয়া যায়। প্রমাণসমূহের সংখ্যা সম্বন্ধে যদিও নানা মুনির নানা মত দেখা যায়, তথাপি সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে বুঝা যায়—প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দ এই তিনটিই অবশ্যগ্রাহ্য মুখ্য প্রমাণ। সাংখ্য-শাস্ত্রে এই তিনটিকেই প্রমাণরূপে স্বীকার করা হইয়াছে। এই সম্বন্ধে সাংখ্যসূত্র যথা—"প্রত্যক্ষানুমানশব্দাঃ প্রমাণানি"। যদিও